রাবি'তে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তান্ডব

# ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা

**রাজশাহী অফিস ॥** ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের নামে গত মঙ্গলবার রাজশাহী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৫টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪টি মামলা জননিরাপত্তা আইনে। অন্যদিকে মতিহার থানায় রাবি (১৩শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের

(৩য় পৃঃ পর)

ছাত্রলীগ নেতা ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির রাবি শাখার সভাপতি রিজভী আহমদ নাহিদ শিবিরের ২২ জন নেতা-কর্মীকে আসামী করিয়া একটি মামলা দায়ের করিয়াছেন। ৪টি জননিরাপত্তা আইনে মামলার বাদীরা হইলেন ব্যবসায়ী আহসান উল্লাহ, রাজশাহী স্টেশন বাজারের ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম ও শামীম এবং ছাত্র হাফিজুর রহমান। আহসান উল্লাহর মামলায় ৮০ জন, খোরশেদ আলমের মামলায় ৫২ জন, শামীমের মামলায় ৫২ জন ও হাফিজুরের মামলায় ৬৫ জনকে আসামী করা হইয়াছে। অন্য ধারায় রশিদুল নামের একজন ছাত্র ২২ জনকে আসামী করিয়া অপর একটি মামলা করিয়াছেন। আসামীরা সকলেই যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মী। রাবি'র ২২ জন শিবির নেতাকর্মী নামে নগরীর মতিহার থানায় ৩২৬ ও ৩২৭ ধারায় মামলায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী সংঘর্ষের সময় আসামীদের বিরুদ্ধে বাদীর মোটর সাইকেল পোড়াইয়া দেওয়ার অভিযোগ আনা হইয়াছে। গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৬ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনায় ১১টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঘটনায় নিঃস্ব দোকান মালিক ও গ্রামবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করা হইয়াছে।

**১১ দল শিবিরকে দায়ী করিয়াছে**

রাজশাহী শাখা এগার দল গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাবি স্টেশন ও মেহেরচন্ডীর সংঘর্ষের জন্য ছাত্রশিবিরকে দায়ী করিয়াছে। ওয়ার্কার্স পার্টি কার্যালয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পিয়ারুলের সভাপতিত্বে গত সোমবার অনুষ্ঠিত এগার দলের সভায় ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কারের দাবী জানানো হইয়াছে। সভায় এলাকাবাসীকে ঈদের আগে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনের দাবী করা হয়।